Regd No. C. 853

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্শন সিন্ডিকেট
ঝক্‌ঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
=বিয়ের=
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৬ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৭৮ ইং 3rd Nov. 1971 | ২৩শ সংখ্যা

অথ মুজিবরমাহাত্ম্যবর্ণনম্

স্থতী থানা তোলপাড়। দলে দলে লোক ছুটে চলেছে মুজিবর রহমানকে দেখতে। করাচীর পাক সামরিক কারাগার হতে নিরলস সশস্ত্র প্রহরা এড়িয়ে তাঁর আবির্ভাব—এ কি সম্ভব? হঠযোগীদের পক্ষে হয়তো তা হয়; কিন্তু মুজিবর হঠযোগ জানেন কি? এত দূরের মানুষ আজ এত কাছে! 'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে'। তাই দর্শনার্থীদের ত্রস্তপদে যাত্রা।

কিন্তু এ কোন্ মুজিবর? কোথায় তাঁর চোখে-মুখে লৌহদৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ? দর্শকদের দিকে ফ্যালফেলে চাউনি। 'নাম সে বহুৎ মুস্কিল হো রহা হায়'। না, ইনি বঙ্গবন্ধু মুজিবর নন। এ মুজিবর সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীকে স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন নি। এ মুজিবরের জন্যে পাক জঙ্গিশাহী লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী তরুণের রক্তপাত করে নি, বৃদ্ধ-শিশু-নারীর উপর পশুর অত্যাচার এ মুজিবরের জন্যে নয়।

কাহিনীর নায়ক শ্রীমুজিবর রহমান গত ৩১শে অক্টোবর স্থতী থানার কোন এক স্থানে ধৃত হন। তাঁর সঙ্গী হিসাবে ছিল একটি ষ্টেন গান এবং ১৬ রাউণ্ড গুলি। ইনি ওপার বাংলা হতে এপার বাংলায় এসেছেন 'গুপ্ত সন্দেশ লাগি' বলে পুলিশের ধারণা। **হায় মুজিবর!**

সমাজ বিরোধী দুর্বৃত্ত গ্রেপ্তার

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

সম্প্রতি সাগরদীঘি থানার বোখারা গ্রামের শ্রীদুর্গা কুনাইকে সদলবলে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ সমর্থ হয়েছে। পুলিশ অনেকদিন ধরেই তার খোঁজ করছিল কিন্তু সে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়ানর জন্য এতদিন তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ শ্রীকুনাই যখন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বোখারা মদের দোকানে আড্ডা জমিয়ে বেশ হাল্কা খুশির আমেজ ছড়াচ্ছিল—ঠিক সেই সময়ে সাগরদীঘির পুলিশ এবং সি-আর-পি যৌথ অভিযানে তাকে এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের গ্রেপ্তার করে। তাদের বিরুদ্ধে ডাকাতি, বন্দুক ছিনতাই ও খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে। গত ৩০শে জুনের 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় "এরা কী নকশাল" নামে যে খবর প্রকাশিত হয়েছিল, পুলিশ তার জন্যও শ্রীকুনাই এর খোঁজ করছিল।

জনসাধারণের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনতে পুলিশের এই প্রয়াস প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। পথে-ঘাটে-মাঠে-গ্রামে এক শ্রেণীর দুর্বৃত্তদের যে শাসানি মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, তার অবসান হতে পারে যদি পুলিশ সক্রিয় এবং নির্ভীক ও নির্লোভ সমাজসেবীর ভূমিকা গ্রহণ করে।

* * *

সাগরদীঘি ২২শে অক্টোবর—গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সাগরদীঘি থানার এ, এস, আই শ্রীনজরুল ইসলাম গত বুধবার পুলিশবাহিনী নিয়ে একটা আড্ডায় হানা দিয়ে আবু সেখ নামে এক কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। আবু গত কয়েক মাসে উক্ত অঞ্চলের প্রায় সব কয়টি ডাকাতিতেই জড়িত ছিল। এ কথা সে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে। পুলিশ অনেকদিন থেকে তার খোঁজ করছিল।

'রিজেণ্ট পার্ক হতে বিষ্ণুপুর'—দুই অঙ্কের নাটক

১ম অঙ্ক : **সময় :—** কিছুদিন আগে; **স্থান :—** কলিকাতায় রিজেণ্ট পার্কস্থিত একটি বাড়ী; **নায়ক :—** এক ভৃত্য; **ঘটনা :—** ভৃত্য মনিবের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করেছে আপন কর্তব্যনিষ্ঠায়। মনিবের বাড়ীর সর্বত্র তার অবাধ গতি। দামী দামী জিনিসপত্র হাতে নাড়াচাড়া করতে পায়, টাকা পয়সাও কিছু কিছু। সুযোগমত একদিন নায়ক-ভৃত্য মনিবের চক্ষুদান ক'রল।

২য় অঙ্ক : **সময় :—** সম্প্রতি; **স্থান :—** সাগরদীঘি থানার বিষ্ণুপুর গ্রামে দুলাল মণ্ডলের বাড়ী; **নায়ক :—** পুলিশদল; **ঘটনা :—** দুলাল মণ্ডলের বাড়ীতে তল্লাসী চালানো। জিনিসে-নগদে দশ হাজার টাকা মত উদ্ধার হল। প্রথম অঙ্কের নায়ককে আদরের দুলাল করবার ব্যবস্থা করল ২য় অঙ্কের নায়কগোষ্ঠী।

মঞ্চসজ্জায়, দৃশ্যসজ্জায়, প্রয়োজনায় :— কলিকাতা পুলিশ।

পরিচালনায়—সাগরদীঘি থানার পুলিশ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ 'গর্ডিয়ান্' গ্রন্থিকর্ত্তন ॥

'গর্ডিয়ান্' গ্রন্থি কাটা হইল। গণ প্রজাতন্ত্রী চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যকরণ ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দান রাষ্ট্রপুঞ্জের ইতিহাসে তথা আগামী দিনের পৃথিবীর ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারে এতদিন ধরিয়া ক্ষুদ্র তাইওয়ান চীন হিসাবে চলিয়া আসিতেছিল। আমেরিকার নেতৃত্বেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। দুই দশকেরও বেশী হইল, গণ প্রজাতন্ত্রী চীনের নবীন অভ্যুদয়কে তখন আমেরিকা এবং তাহার তৎকালীন প্রভাবযুক্ত দেশসমূহ সুনজরে দেখে নাই; সেখানে কম্যুনিষ্ট ও অকম্যুনিষ্ট মনোভাবে সংঘাত বাধিয়াছিল। কম্যুনিজমের আদর্শে বিশ্বাসী গণ প্রজাতন্ত্রী চীনে মাও-সেতুঙ-এর বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া ৭০-৭৫ কোটি মানুষ যখন জড়ত্বের জীর্ণতা কাটাইয়া নূতন আলোকের সন্ধান পাইল, তখন ধনতান্ত্রিক তথা পুঁজিবাদী কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগিবার আশঙ্কায় তাবৎ রাষ্ট্রসমূহ এত বড় একটি রাষ্ট্রকে বিশ্বজাতির সভায় ঠাঁই দেয় নাই। দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যরাষ্ট্রের সম্মতি থাকার ফতোয়া দিয়া প্রতি বৎসর বিষয়টি নাকচ হইতে থাকিল। তাইওয়ান আমেরিকার হাতের পুতুল হইয়া সাক্ষীগোপালের ভূমিকা লইয়াছিল।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনকে সদস্য করিয়া লইবার জন্য ভারত এবং অপরাপর দেশসমূহ দীর্ঘদিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল। চীনকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিরোধী দেশ যাহারা মার্কিণপ্রভাবযুক্ত ছিল, তাহাদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল। অপর দিকে রাষ্ট্রপুঞ্জের বাহিরে থাকিয়াও চীনের 'পিপ্‌লস্ কমিউন' এক নবীন চিন্তাধারার মধ্য দিয়া দেশের সার্বিক উন্নতির পথ দেখিয়াছে এবং তাহার অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছে। সামরিক দিক দিয়া চীন আজ যথেষ্ট শক্তিশালী এবং পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভারে সে সজ্জিত। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শক্তিগুলির সহিত সে পাল্লা দিয়া চলিবার ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপুঞ্জের অনেক সদস্য রাষ্ট্রকে সে বন্ধু হিসাবে পাইয়াছে। তবুও তাইওয়ান সদস্য থাকার জন্যই সে রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রবেশ করিতে চাহে নাই। কারণ দুই চীন সে স্বীকার করে না। তাই প্রতি বৎসর (১৯৬৪ সাল বাদে) চীনকে সদস্যপদ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জে বিতর্ক হইয়াছে এবং তাহা ভোটে নাকচ হইয়াছে।

কিন্তু ১৯৭১ এর পটভূমি ভিন্নরূপে দেখা দিল। আমেরিকার সমর্থক ছিল এমন বহু রাষ্ট্রই এবার আমেরিকার বিরোধিতা করিয়াছে, তাইওয়ানকে রাষ্ট্রপুঞ্জে রাখার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। গত বারের ন্যায় এবারেও আলবানিয়া চীনকে সদস্যপদ দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিল। ডলার কৌলীন্য সত্ত্বেও আমেরিকা বহু দেশের সমর্থন পাইল না। ভিয়েতনাম ছাড়াও আরও নানা বিষয়ে আমেরিকার জনপ্রিয়তা তথা জনসমর্থন নষ্ট হইয়াছে। তবে এবার চীনকে স্বীকৃতিদানের বিরুদ্ধে মার্কিণ মনোভাব ছিল না। চীন-মার্কিণ সম্পর্কের অচলাবস্থা দূর করিয়া প্রেসিডেণ্ট নিকসনের চীন সফরের জন্য কিসিংগারী দৌত্য যে ফলপ্রসূ হইয়াছে, তাহার অন্যতম কারণ বোধ হয়, চীনের বাজার পাওয়া। চীনের সঙ্গে জাপানের ব্যবসায়িক যোগ আছে। জাপানকে চীনের বাজার ভোগ করিতে দেওয়া হয়ত আমেরিকা চাহে না। কারণ ডলার-ইয়েন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডলার কিছুটা হটিয়া যাইতে বসিয়াছে। কাজেই আমেরিকা এবং অপরাপর রাষ্ট্র যদি চীনের বাজার পায়, তাহা হইলে জাপানের প্রতিপত্তি কতকটা হ্রাস পাইতে পারে। ইতোমধ্যে চীন ও ইতালীর মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি হইয়া গেল। চীনের বাজারে প্রবেশের জন্য চীনা মর্জি লাভ করিতে এখন অনেক দেশই উন্মুখ হইবে।

চীন রাষ্ট্রপুঞ্জের আগামী ২৬তম অধিবেশনে প্রতিনিধিদল পাঠাইবার সম্মতি জানাইয়াছে। এখন হইতে আন্তর্জাতিক চিন্তাভাবনা আর এক দিকে যাইতে শুরু করিয়াছে। কথাটা এই যে চীন রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে যোগ দিয়া কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিবে; অবশ্য এখনই এই সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করা সম্ভব নয়। চীন আমেরিকার প্রভাব খর্ব করিতে চেষ্টা করিবে, না আর কোন বৃহত্তর কর্মপন্থা সে লইবে—তাহারই জোর জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। কারণ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য এখন শুধু রাশিয়া ও আমেরিকা নয়, চীনও একটি পক্ষ হইয়াছে। রাশিয়া ও আমেরিকার মত তাহারও 'ভেটো'-প্রয়োগের ক্ষমতা থাকিবে। কাজেই বিশ্বরাজনীতিতে একটা পরিবর্তন আসিতেছে ইহা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্র রাশিয়া, আমেরিকা ও চীন—এই তিনটি শিবিরের একটিতে যোগ দিবে। ফলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এক নূতন সূচনা দেখা দিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে ভারত-চীন সম্পর্কের কথাও আসিয়া যায়। চীন-ভারতের মধ্যে যে জট পাকাইয়া আছে, তাহা ভিয়েনায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে চীনের রাষ্ট্রদূত সংবর্দ্ধনা জানাইয়াছেন বলিয়াই যে খুলিয়া গেল, এমন মনে করার কারণ হয়ত নাই আকশাই চীনকে ভারতের স্বীকার করা কিংবা ম্যাকমোহন লাইনকে চীনের মানিয়া লওয়া প্রভৃতি যাহাই হউক, চীন-ভারত সীমানা সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের মধ্যেই হয়ত সব নিহিত আছে। আর তাহার জন্য চীনের মনোভাব জানার যেমন প্রয়োজন, তেমনি দরকার ভারতের বক্তব্য সুস্পষ্ট হওয়া। কম্যুনিষ্ট চীনকে ভারত অনেক আগেই স্বীকৃতি দিয়াছে, তাইওয়ানকে সে মানিয়া লয় নাই। এখন সময় আসিয়াছে ভারত-চীন সম্পর্ক সহজ ও সুস্পষ্ট হওয়ার। অপর পক্ষে, চীনকেও ভারতের সঙ্গে এক শান্তিপূর্ণ সমঝোতায় আসিতে হইবে। ভারতের মত দেশকে চীন বন্ধু-রাষ্ট্র হিসাবে পাইলে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ অথবা ধনতন্ত্রবাদ যাহাই হোক না কেন, এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলকে শোষণ করিবার সম্ভাবনা থাকিবে না; বরং ঐ অঞ্চলগুলির অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হইবে। সুতরাং এই গ্রন্থিমোচনও সকলের কাম্য।

খেয়ালের খেলার অর্থ কী ?

গত ৩১শে অক্টোবর স্থানীয় ছায়াবাণী সিনেমা হলে রাত্রি ৭টা-১০ টার শো-তে টিকিট কাটিতে গিয়া দর্শকেরা হতাশ হইলেন। রাত্রি তখন পৌনে সাতটা। টিকিটের কাউন্টার বন্ধ; কলাপ্‌সিব্‌ল্‌ গেটও বন্ধ। দোতলায় ম্যানেজারের ঘর বন্ধ। অথচ বাহিরে অপেক্ষমান দর্শকেরা। ভিতরে তখন ৪টা-৭টা-র শো চলিতেছিল। বহু আয়াসে তেতলায় অপারেটারের ঘরে মালিকপুত্রের দেখা পাওয়া গেল। তিনি রাত্রি ৭টার শো চালাইবেন না বলিলেন। অথচ এই বিষয়ে পূর্বে কোন বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় নাই। এমন কি বাহিরে কোন নোটিশও দেওয়া ছিল না। পূর্ব হইতে যদি কর্তৃপক্ষ শো বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করিতেন, তাহা হইলে অনেককে ফিরিয়া যাইতে হইত না। শেষে ঐ শো দেখান হইয়াছিল। প্রশ্ন এই যে, অস্থায়ী সিনেমা-গৃহে এই রকম চলিতে পারে; কিন্তু স্থায়ী হলে এইরূপ খেয়াল-খুশী চলে কি ?

পিয়ন আবশ্যক

বালিয়া জুনিয়র হাই স্কুলের জন্য অষ্টম মান পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন একজন পিয়ন প্রয়োজন। ৮ই নভেম্বরের মধ্যে সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন। স্থানীয় প্রার্থীদের দাবী অগ্রগণ্য।

সম্পাদক, বালিয়া জুনিয়র হাই স্কুল
পোঃ বালিয়া, মুর্শিদাবাদ

NOTICE

Notice is hereby given to all share holders of Raghunathganj Govt. Employees Co-operative Stores to get refund of their share money from the Secretary from 1. 11. 71 to 30. 11. 71 on production of receipts/papers etc.

Sd/- Bimalranjan Chakraverty,
Secy., Raghunathganj Govt.
Employees Co-operative Stores.

Distribution Centre :
S. D. O 's Office, Jangipur 29. 10. 71

প্রজাতন্ত্রী চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের স্বীকৃতি দেওয়া হল দীর্ঘ বাইশ বছর পরে; তাইওয়ান বহিস্কৃত হল।

—শুভবুদ্ধির উদয়! ওধারে চিয়াং তাই ওয়ান (one)।

* * *

'রঘুনাথগঞ্জ হতে মুরারই বাস-রাস্তার এমন দুরবস্থা; মানুষ চলে কি করে?' —একটি ক্ষোভোক্তি।

—মানুষ চলতে পারুক না পারুক, হোঁচট খেয়ে খেয়ে বাস ত চলছে।

* * *

'এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নীরব কেন'—প্রশ্ন

—অনেক বয়স হল, চোখের নজর নেই।

* * *

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে যে উপ-নির্বাচন হল, তাতে পূর্ব বাংলা থেকে ৩৩ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে খবর।

—মুস্কিল আসান হোনে সে ইয়াহিয়া খুশ্‌।

* * *

গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রেসিডেন্ট নিকসনের সঙ্গে আলোচনার জন্যে মার্শাল টিটো ওয়াশিংটনে গিয়েছেন।

—আলোচনা তিঁতো না হলেই বাঁচি।

* * *

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার চেয়ারম্যান হচ্ছেন শ্রমিক নেতা শ্রীবাগারাম তুলপুলে।

—শ্রীতুলপুলে শক্ত মানুষ, তুলতুলে নন; কাজ বাগাতে পটু অথচ বাক্ দ্বারা অন্যের আরাম আনেন।

* * *

মৎক্রীত ক্যামী (CAMY) ঘড়ির ইংরিজি নাম পড়েই মৎপুত্র হাবার আপত্তি:

'দেখছো না এটা কামাই ঘড়ি; কাজকর্ম কামাই হবে।'

—আমার ধারণা, এ ঘড়ি অনেক কিছু কামায়।

দ্রব্যমুল্য-বৃদ্ধির প্রতিবাদে অনশন

দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্রপরিষদের ডাকে গত ১লা নভেম্বর সকাল ৮-৩০ হইতে ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী অনশন পালিত হয়। এই উপলক্ষে জঙ্গিপুর শাখার সাধারণ সম্পাদক শ্রীচিত্ত মুখোপাধ্যায় নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :

'বড় বড় ব্যবসায়ী লোকচক্ষুর অগোচরে প্রভূত পরিমাণ মাল গুদামজাত করে সময় বুঝে বেশী মুনাফা লুটে এবং এইভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম বাড়ায়। ঐ ব্যবসায়ীদের মদত দিচ্ছেন স্বয়ং সরকারের কিছু অংশ এবং দু'চারটি বক্তৃতাসর্বস্ব রাজনীতিক। এই ঘুঘুর বাসা ভাঙ্গার প্রথম ধাপ অনশন —আত্মশুদ্ধির ও সংযমশীলতার একটা যাচাই। তারপর গণস্বাক্ষর অভিযান এবং প্রচণ্ড বিক্ষোভ মিছিল দ্বারা কালোবাজারীদের হুঁশিয়ার করা। তারও পরবর্তী ধাপে মজুতদার কালোব্যবসায়ীকে সর্বতোভাবে বয়কট করা হবে। প্রতিকারের জন্যে সরকারকে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানান হবে এবং সরকারের দুর্বলতা থাকলে আইন আমরা নিজের হাতেই তুলে নেব। এ জন্যে জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন আমরা আশা করছি।'

অনশনকারীদের নাম : সর্বশ্রী রবীন্দ্র পণ্ডিত, হরপ্রসাদ সিংহ, অশোক দাস, বামাপদ দাস, গৌতম রায়, জগন্নাথ সরকার, স্বপন সিংহ, শোভারাণী সিংহ, রবীন রায়, মহঃ বদিউজ্জামান, অপূর্ব সেন, চিত্ত মুখার্জি, সমীর সিংহ, মৃণাল কবিরাজ, দিলীপ সিংহ, স্বাধীন ঘোষ, দিলীপ চ্যাটার্জি।

---

১৪৪ ধারা জারী

ভারতীয় কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা মতে ঘোষিত জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসক মহাশয়ের আদেশ বলে সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে ফরাক্কা ব্যারেজ হ'তে উভয় দিকে গঙ্গায় ১ কিলোমিটার দূর পর্য্যন্ত নদী বক্ষে সকল প্রকার দেশীয় নৌকা চলাচল প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা হ'তে সকাল ৬টা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

একটি সরকারী ঘোষণা

৩৪নং জাতীয় সড়কের দুধারে অনেকে সরকারী অনুমতি ছাড়া কুটির নির্ম্মাণ করেছেন কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশ যে বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে তাতে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সমস্ত রাস্তা বাধামুক্ত থাকা প্রয়োজন। জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসক মহাশয় দুই দিনের মধ্যে আসবাবপত্র সহ সমস্ত কুটির অপসারণ করবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

ধুলিয়ান পৌরসভার ভোটার তালিকা প্রকাশ

ধুলিয়ান পৌরসভার ভোটার তালিকা গত ১-১১-৭১ তারিখে মহকুমা-শাসক অফিস জঙ্গিপুর, ধুলিয়ান পৌরসভা অফিস, বি-ডি-ও অফিস সমসেরগঞ্জ, জে-এল-আর-ও অফিস-ধুলিয়ান এ টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত তারিখ হইতে ১৫-১১-৭১ পর্য্যন্ত ঐ সব অফিসে বেলা ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। যদি উক্ত তালিকার নাম সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকে তবে তাহা উপযুক্ত ফরমে ১৫-১১-৭১ তারিখ মধ্যে ধুলিয়ান পৌরসভার রেজিষ্টারিং অফিসার ও মহকুমা-শাসক জঙ্গিপুর বরাবর আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

উচ্চ ফলনশীল শস্যের-শিক্ষণ-শিবির

গত ২৮শে অক্টোবর রঘুনাথগঞ্জ ১নং উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে মির্জাপুর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগারে একটি উচ্চ ফলনশীল শস্যের-শিক্ষণ-শিবিরের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়। উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ, উচ্চ ফলনশীল গম ও সারের ব্যবহার ও জঙ্গিপুর মহকুমায় সয়াবীন চাষ ও ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রদর্শনই ছিল উক্ত অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের পক্ষ হ'তে শ্রীবিমল দাশ মহাশয়ের নেতৃত্বে ছায়াচিত্র দেখান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।